যুগান্তর

তারিখ: 04 APR 2018
পৃষ্ঠা: ২ কলাম: ৬

এইচএসসিতে দ্বিতীয় দিনে ৩৯ শিক্ষার্থী বহিষ্কার

৭ কলেজকে শোকজ

যুগান্তর রিপোর্ট

এইচএসসি পরীক্ষার দ্বিতীয় দিনে অসদুপায় অবলম্বনের দায়ে সারা দেশে ৩৯ শিক্ষার্থীকে বহিষ্কার করা হয়েছে। এছাড়া ৯ হাজার ৮২৫ জন পরীক্ষা দেয়নি। মঙ্গলবার ছিল বাংলা দ্বিতীয়পত্রের পরীক্ষা। নীলফামারী ও কিশোরগঞ্জ থেকে প্রশ্নপত্র ফাঁস ও প্রতারক চক্রের দুই সদস্যকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এছাড়া খুলনার ডুমুরিয়ায় পরীক্ষার কেন্দ্র সচিবকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে। প্রশ্নপত্র ফাঁসমুক্ত পরীক্ষা হওয়ায় অভিভাবকরা সন্তোষ প্রকাশ করেছেন।

এদিকে এইচএসসি পরীক্ষার নীতিমালা অনুসরণ না করায় রাজধানীর সাত কলেজকে শোকজ করেছে ঢাকা শিক্ষা বোর্ড। নোটিশপ্রাপ্ত কলেজগুলোর মধ্যে ছয়টির কর্তৃপক্ষকে সাত কার্যদিবসের এবং একটিকে তিন কর্মদিবসের মধ্যে শোকজের জবাব দিতে বলা হয়েছে।

শোকজপ্রাপ্ত কলেজগুলো হল— মিরপুর কলেজ, শহীদ রমিজ উদ্দিন ক্যান্টনমেন্ট কলেজ, কদমতলা পূর্ব বাসাবো স্কুল অ্যান্ড কলেজ, মোহাম্মদপুর প্রিপারেটরি স্কুল অ্যান্ড কলেজ এবং বিসিআইসি কলেজ। নীতিমালা লঙ্ঘন করে এসব কলেজের প্রতিনিধিরা ঢাকা ট্রেজারি থেকে প্রশ্নপত্র গ্রহণের সময় কালো গ্লাসযুক্ত গাড়ি ব্যবহার করেছেন। গত বছর থেকে এ ধরনের গাড়িতে প্রশ্নবহন করা নিষিদ্ধ করা হয়। এছাড়াও ট্রেজারি থেকে প্রশ্নপত্র গ্রহণের সময় কেন্দ্র সচিবের সঙ্গে ক্যামেরাযুক্ত মোবাইল ফোন রাখায় ঢাকার ফজলুল হক মহিলা কলেজ কর্তৃপক্ষকে শোকজ করা হয়েছে। পরীক্ষা চলাকালে ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা পরীক্ষা কেন্দ্রে স্মার্ট মোবাইল ফোন ব্যবহার করায় রাজধানীর সেন্ট্রাল উইমেন্স কলেজকে শোকজ করা হয়েছে।

এ তথ্য নিশ্চিত করে ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক জিয়াউল হক বলেন, পরীক্ষা গ্রহণে আমরা সর্বোচ্চ কঠোর অবস্থানে রয়েছি। শোকজপ্রাপ্ত কলেজের ব্যাপারে তিনি বলেন, এইচএসসি পরীক্ষার প্রথম দিনে ঢাকার সাতটি কলেজের কিছু শিক্ষক পরীক্ষা পরিচালনা নীতিমালা ভঙ্গ করেছে। আমরা তাদের শোকজ করেছি। জবাব পাওয়ার পর পরবর্তী ব্যবস্থা নেয়া হবে। বিভিন্ন কেন্দ্রে অভিভাবকরা বলেন, এবার যেসব পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে, তার বেশিরভাগ আগেও ছিল। কিন্তু প্রমাণিত হচ্ছে— পরীক্ষার বিধিবিধান যথাযথভাবে প্রয়োগ না করায় আগে প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়েছে।